গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন

মুযাফফর বিন মুহসিন

সম্পাদনায়
অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন!!

মুযাফফর বিন মুহসিন

সম্পাদনা

অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন!!

প্রকাশক :

আছ-ছিরাত প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
ফোন ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

প্রকাশকাল :

প্রথম প্রকাশ :

আগস্ট ২০০৬ খৃ:

দ্বিতীয় সংস্করণ :

ফেব্রুয়ারী ২০১১ খৃ:
ফাল্গুন ১৪১৭ বাংলা
রবীউল আউয়াল ১৪৩২ হিঃ

কম্পোজ :

আছ-ছিরাত কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী। ফোনঃ ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

মুদ্রণ : বৈশাখী প্রেস, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী
মোবা: ০১৭১৪-৬৩৩০২৪

প্রচ্ছদ ডিজাইন : আল-মারূফ, সুপারকম রিলেশন
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী। মোবা: ০১৭১৬-০৭৭৮৩৩

নির্ধারিত মূল্য : ১২ (বার) টাকা মাত্র।

GOVIR SOROJONTER KOBOLE AHADEES ANDOLON
*By **Muzaffar Bin Mohsin** Published by: As-Serat Prokashoni, Nawdapara, Rajshahi. Mobile: 01722-684490.*
Fixed Price: 12.00 only.

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.

গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন!!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদেরকেই কেবল **'আহলেহাদীছ'** বলা হয়। আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত বিধানের প্রকৃত ধারক ও বাহক হিসাবে এবং বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিরঙ্কুশ অনুসারী ও ছাহাবায়ে কেরামের যথাযোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে আহলেহাদীছগণ ইতিহাসে এক আপোসহীন আন্দোলনী কাফেলা বলে সুপরিচিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চিরন্তন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই কাফেলা চির সত্যের উপর আজ অবধি পরিচালিত হয়ে আসছে, ক্বিয়ামত পর্যন্তও পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ।[১] তবে এর গতি কখনো হবে দুর্বার, কখনো হবে মন্থর, যা যুগ পরম্পরায় ঘটে আসছে। তাই **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'** যখনই যেখানে বেগবান হয়েছে তখনই সেখানে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। ইতিপূর্বে স্বার্থদুষ্ট চরিত্রহীন বিদ'আতী আলেমরা এবং কথিত ইসলামের ধ্বজাধারীরা সমাজনেতা, শাসকগোষ্ঠী এবং বিধর্মীদের সাথে আঁতাত করে এই আন্দোলনের অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। আজকেও ঐ স্বার্থান্বেষী মহল একই নিয়মে আহলেহাদীছদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। প্রতি যুগেই ভ্রান্ত দলগুলো এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তবে শত যুলুম-নির্যাতন, ষড়যন্ত্র চালিয়েও তারা এ আন্দোলনকে কখনো নস্যাৎ করতে পারেনি। বরং শত্রুরাই অসহনীয় মরণজ্বালা নিয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

ষড়যন্ত্রের স্বরূপ :

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপমহাদেশে ইসলামের নামে সৃষ্ট রাজনীতিই ধর্ম এই আধুনিক মতবাদের ব্যাজধারীরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সুচতুরভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করে। হাদীছের বিরুদ্ধে সন্দেহবাদ আরোপকারী এই

---

১. ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০, 'ইমারত' অধ্যায়; আলোচনা দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০।

পাশ্চাত্য ধারার নতুন দলটির বিরুদ্ধে অন্যান্যদের মত আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামও তীব্র লেখনী পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ অঞ্চলে ঐ ভ্রান্ত দলের কার্যক্রম শুরু হ'লে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ) স্বীয় মাসিক পত্রিকায় এদের মুখোশ খুলে দেন। কিন্তু অন্ধ ধোঁকায় পড়ে অনেক আহলেহাদীছ সন্তান উক্ত দলে ঢুকে পড়ে। অন্যদিকে মাওলানা কাফী (রহঃ)-এর মৃত্যুর পরে নিষ্ক্রিয় নেতৃত্বের কারণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ঝিমিয়ে পড়ে। এভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, আহলেহাদীছ মেধাগুলোকে অন্যরা যখন কর্মচারী হিসাবে ব্যবহার করছিল, এয়ানতের নামে অর্থ-সম্পদ, ওশর-যাকাত, ফিৎরা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; যখন আহলেহাদীছ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ বিলুপ্ত হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় আহলেহাদীছ তরুণ ছাত্র সমাজকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে ফিরিয়ে আনার মহান লক্ষ্যে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী গঠন করেন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**। অতঃপর একই লক্ষ্যে পরের বছর ১৯৭৯ সালে তিনি লিখেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন কী ও কেন?'** নামক এক গুরুত্বপূর্ণ লেখনি উপহার দেন। তাঁর এই সাড়া জাগানো বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পুনর্জীবনী ধারা আবার শুরু হয়। শুরু হয় দেশব্যাপী ব্যাপক কার্যক্রম। সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণরা দলে দলে ফিরে আসতে থাকে নিজস্ব মোহনায়। ফলে চিরন্তন ধারা অনুযায়ী শুরু হয় ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্রের বিস্তার।

তাওহীদী চেতনাসম্পন্ন আহলেহাদীছ প্রতিভাগুলোকে নিষ্ক্রিয় করার প্রাণান্ত চেষ্টা চালানো হয়। কারণ এই আপোসহীন আন্দোলন পরিচালিত হলে যেকোন উদ্ভট বিদ'আতী মতবাদের মূলোৎপাটন অবশ্যম্ভাবী। যেমন সাক্ষাৎ ধ্বংসে পতিত হয়েছে উক্ত মতবাদের জন্মস্থান পাকিস্তানে। তাছাড়া এই চক্রান্তের অন্যতম কারণ হ'ল- দেশে অন্যান্য আরো ইসলামী দল থাকলেও সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন আক্বীদা ও অঞ্চল ভিত্তিক এবং লাখ লাখ তরীকা ও খানকায় বিভক্ত। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছরা হ'ল সমগ্র দেশব্যাপী সামাজিক ভিত্তি সম্পন্ন একই আক্বীদা ও আমলে বিশ্বাসী এক বিশাল জনশক্তি। তাদের

তাওহীদী জাগরণ যেকোন বিদ'আতী সংগঠনের জন্য আতঙ্ক। তাই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর হ'তেই এর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়। অর্থাৎ ১৯৮০ সালে ৫ ও ৬ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক সেমিনার ও জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়। প্রথমেই তারা আহলেহাদীছের আদি সংগঠনের নেতাকর্মীদেরকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে সক্রিয় সংগঠন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উপর তারা চালাতে থাকে যুলুম ও নির্যাতন। গীবত, তোহমত ও মিথ্যাচারের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয় উক্ত সংগঠন ও তার নেতৃবৃন্দের উপর। কিন্তু প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব গভীর ধৈর্যের সাথে সকল ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজের দুর্দমনীয় কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন।

অতঃপর ১৯৮৬ সালের ২২ অক্টোবর তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সম্মেলনে ছাত্র ও যুব সমাজ, ওলামায়ে কেরাম, উপদেষ্টা এবং সুধীবৃন্দের নিকট তিনি পেশ করেন **'সমাজ বিপ্লবের ধারা'** এবং **'তিনটি মতবাদ'** শিরোনামে অতি মূল্যবান দু'টি ভাষণ। এ ভাষণই পরের বছর বই আকারে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য তিনটি মতবাদ ছিল 'তাক্বলীদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' ও 'রাজনীতিই ধর্ম' বিষয়ে। এরপর থেকে দিকভ্রান্ত আহলেহাদীছ সন্তানদের মধ্যে সঠিক চেতনা ফিরে আসতে থাকে, তরুণরা অন্যের গোলামীর জিঞ্জির মুক্ত হয়ে বাঁধভাঙ্গা গতিতে নিজেদের প্লাটফরমে সমেবত হ'তে থাকে। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সৃজনশীল প্রজ্ঞা, ক্ষুরধার লেখনী এবং আপোসহীন বাগ্মীতায় যুব সমাজ তখন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে বলিয়ান।

কুচক্রী মহলের এই অগ্রগতি সহ্য হ'ল না। সূক্ষ্ম দুরভিসন্ধি এঁটে সংগঠনকে বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে। তারই অংশ হিসাবে সংগঠনে ঢুকে পড়ে এক গাইবান্ধার কুচক্রী। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন সাবার ন্যায় ঐ ক্রীড়নক সংগঠনকে ভাইরাসে আক্রান্ত করে তোলে। ঐ সময় আহলেহাদীছ মুরব্বি সংগঠনের বৈরীভাবাপন্ন নেতৃবৃন্দকে উক্ত মহল প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করে উদীয়মান প্রতিভা আবদুল মতীন সালাফীকে মিথ্যা অভিযোগে ১৯৮৯ সালের ২রা জুলাই মাত্র তিন ঘণ্টার নোটিশে বাংলাদেশ থেকে বের করে দেয়। যিনি নিরলসভাবে আহলেহাদীছ সমাজের তৃণমূল

পর্যায়ে দা'ওয়াতী কাজে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। যার কথা বাংলার আহলেহাদীছ দরদীরা আজও ভুলতে পারেন না। এই অনন্য প্রতিভা চাপা দুঃখ-ক্ষোভ নিয়ে নিজ দেশ ভারতে গিয়ে আহলেহাদীছদের জন্য তাঁর প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু যারা সেদিন তাঁকে বিতাড়িত করেছিল তারাই আজ ছন্নছাড়া।

এভাবে মুরব্বী সংগঠন 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর সাথে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর দূরত্ব সৃষ্টির প্রভাব আরো তীব্রতর হয়। অবশেষে তা এমনই দানা বেঁধে ওঠে যে, ডঃ গালিবের কর্মদক্ষতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চেতনা বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৮৯ সালের ২১ শে জুলাই জমঈয়তের 'ওয়ার্কিং কমিটি'র বর্ধিত সভায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাথে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস' 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করে এবং একই বছর ২৮ ডিসেম্বর 'জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস' নামে নতুন যুবসংগঠন কায়েম করে।[২]

প্রায় ১২ বছরের প্রতিষ্ঠিত একটি গতিশীল যুবসংগঠনকে পৃথক করে দিয়ে আহলেহাদীছ জামা'আতের মাঝে জমঈয়ত এভাবেই ফাটল সৃষ্টি করে। অতঃপর যুবসংঘ একপক্ষীয়ভাবে দীর্ঘ সোয়া পাঁচ বছর ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেননি। বিশেষ করে যুবসংঘের 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের ৫ জন দায়িত্বশীল '৮৯ সালের ১৯ নভেম্বর তৎকালীন জমঈয়ত সভাপতি প্রফেসর ডঃ আব্দুল বারী (রহঃ)-এর সাথে ঢাকায় তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর কী কারণে, কোন্ অপরাধে 'যুবসংঘ'-এর সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করা হ'ল- তা জানতে চাইলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এছাড়া একই বছরের ১৯ অক্টোবর, ১৪ নভেম্বর, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে এবং ১৯৯১ সালের ২৬ নভেম্বর প্রভৃতি সময়ে

২. সিদ্ধান্তে বলা হয়, 'সভায় আহলে হাদীস যুবসঙ্ঘ এবং আহলে হাদীস ছাত্র আন্দোলনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় সংস্থার সহিত জমঈয়তের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়'। দেখুনঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৩০ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৪ জুলাই ১৯৮৯, পৃঃ ৫, কলাম ৩।

বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়েও কোন ফল হয়নি। অবশেষে বাধ্যগত অবস্থায় ১৯৯৪ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী সম্মেলনে মুরব্বি সংগঠন হিসাবে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, জমঈয়ত কর্তাগণের অনৈতিক একপেশে যিদের কারণে জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানীসহ প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম জমঈয়ত থেকে বের হয়ে ১৯৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারী 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম' নামে একটি পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন। এছাড়া দেশের আরো সুপরিচিত বহু আলেমকে কূট কৌশলে জমঈয়ত থেকে বের করে দেওয়া হয়, যাঁরা আহলেহাদীছ নীতিতে ছিলেন আপোসহীন। কুচক্রী মহলের মূল উদ্দেশ্যই হল, আহলেহাদীছদের সাংগঠনিক অস্তিত্ব মুছে ফেলা। আর নিজেরা এককভাবে ফায়দা হাছিল করা।

তারপর থেকে ডঃ গালিব মূল সংগঠনসহ 'যুবসংঘ', 'সোনামণি', 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' এই তিনটি অঙ্গ সংগঠন সফলভাবে পরিচালনা করতে থাকেন। একই সাথে চলতে থাকে তাঁর গবেষণাধর্মী লেখনী এবং তেজোদীপ্ত বাগ্মীতা। তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশী দাতা সংস্থার সৌজন্যে শহরে ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকশ' জামে মসজিদ। এছাড়া যেলা ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সমূহে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বড় বড় মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ। প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'। এখান থেকেই নিয়মিত প্রকাশিত হ'তে থাকে **'মাসিক আত-তাহরীক'** সহ মূল্যবান পুস্তিকা সমূহ। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল, আহলেহাদীছের উপরে কৃত সর্বপ্রথম ডক্টরেট থিসিস **'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ'**। প্রকাশিত হয় বিশুদ্ধ রেফারেন্স সমৃদ্ধ নামায শিক্ষা 'ছালাতুর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম', 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি', 'হাদীছের প্রামাণিকতা', 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' সহ বহু গবেষণাধর্মী ও সংস্কারমূলক মূল্যবান পুস্তক। প্রতিষ্ঠিত হয় আহলেহাদীছদের সর্বপ্রথম 'ফাতাওয়া বোর্ড'।

শুরু হয় নিয়মিত বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা। এসবের মাধ্যমে আহলেহাদীছ সমাজ আবার জেগে উঠতে শুরু করে। ফলে স্বার্থান্বেষী মহল অন্য পথ অবলম্বন করে।

সংগঠনে অনুপ্রবেশ করা গাইবান্ধার ঐ মুনাফিক অতিভক্তি দেখিয়ে সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়। ১৯৯৮ সালে যখন 'আল-কাওছার হজ্জ কাফেলা' প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার সহযোগী হিসাবে আরো কয়েকজনকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করে নিজের হাতকে শক্ত করে। অতঃপর অর্থনৈতিক সকল বিভাগকে অক্টোপাসের ন্যায় আঁকড়ে ধরে ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। সংগঠনের আমীর ও নায়েবে আমীরের বিরুদ্ধে কর্মীদের মধ্যে মিথ্যা অপপ্রচার চালাতে থাকে। অবশেষে ঐ কুচক্রীকে ২০০১ সালের ২৩ জুন সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফলে সে ভিতরে বাইরে ধূম্রজালের জন্ম দেয়। তাই সাময়িকভাবে এই অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় গতিশীল সংগঠন চরমভাবে ধাক্কা খায়। এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল অর্থনৈতিকভাবে সংগঠনকে মেরুদণ্ডহীন করে এর বিনাশ সাধন করা। কিন্তু আল্লাহ্র অশেষ রহমতে ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়। ফলে সংগঠনের উপরে শত্রুরা কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়; বরং হোঁচট খেয়ে সংগঠন আরো সচেতন ও শক্তিশালী হয়ে উঠে।

জঙ্গীবাদের উত্থান : টার্গেট আহলেহাদীছ আন্দোলন

উপরিউক্ত যাবতীয় অপকৌশল ব্যর্থ হ'লেও শত্রুরা পিছপা হয়নি; বরং এ আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আরো গভীর চক্রান্তে নেমে পড়ে। আহলেহাদীছ ঘরে জন্ম নেয়া কতিপয় শারঈ জ্ঞানহীন মূর্খ উন্মাদমস্তিষ্ক তরুণকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে 'জঙ্গী' সাজানো হয়। ক্ষমতা থাকতেই যেন আহলেহাদীছদেরকে ধূলিসাৎ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে তারা অতি সূক্ষ্ম মিশন পরিচালনা করে। আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ২০০২ সালে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনেই উক্ত আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমাদের যে আন্দোলন চলছে, অন্যরা এটা খুব ভাল চোখে দেখছে এমনটি মোটেও

ভাববেন না। ...আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলার যমীনে সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে যাক এটা কি অন্যরা পসন্দ করবে? আপনার মুভমেন্টকে খতম করার জন্য আপনার ঘরেই লোক লাগানো হয়েছে। সাবধান থাকবেন! জিহাদ ও কিতাল যেটাই বলুক না কেন উদ্দেশ্য আপনিই, আপনার সংগঠন খতম করা। ইসলামী দল বাংলাদেশে তো আরো রয়েছে, তাদের মধ্যে তো এগুলো নেই! কারণ টার্গেট আপনি। অতএব সাবধান হয়ে যান কোন ধোঁকায় পা দিবেন না'। সেদিনের তাঁর এই আশঙ্কা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রতিফলিত হ'তে থাকে।

অগণিত ইসলামী সংগঠন থাকলেও দেশের যে প্রান্তেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র শাখা আছে, কর্মী আছে সেখানেই জঙ্গীরা হানা দেয় এবং নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তবে ইসলামের চিরশত্রু এই জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনি, দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য, সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় তাদের সেই ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়; বরং এই কঠিন মুহূর্তে আমীরে জামা'আত প্রণীত 'ইক্বামতে দ্বীন: পথ ও পদ্ধতি', 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' এবং 'হাদীছের প্রামাণিকতা' নামে তিনটি বই প্রকাশিত হ'লে নীলনকশা প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্য হিতে বিপরীত হয়। ফলে কর্মীদের মধ্যে এমন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০০৪ সালের ১লা ও ২রা এপ্রিলের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার মাধ্যমে।

ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র'।

কিন্তু সংগঠনের এই অগ্রগতি ও পুনরুজ্জীবনকে সইতে না পেরে দুরভিসন্ধির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা হয়। ২০০৪ সালের ঐ এপ্রিল মাস থেকেই সর্বহারা নিধনের অজুহাতে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আহলেহাদীছ সংখ্যাগরিষ্ঠ

অঞ্চল এবং কেন্দ্রস্থল খোদ রাজশাহীতেই জঙ্গী তৎপরতাকে প্রকাশ্য রূপ দেওয়া হয়। যদিও রাজশাহীর তাহেরপুর, বাগমারা ও নওগাঁর আত্রাইয়ের চেয়ে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গাতে সর্বহারাদের উৎপাত ছিল আরো অনেকগুণ বেশী। কিন্তু সে সমস্ত স্থানগুলো তারা টার্গেট করেনি। আসলে আহলেহাদীছদের বৃহত্তর এলাকাগুলোকে কলুষিত করাই ছিল তাদের মূল টার্গেট।

অতঃপর সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদ'আত ও বিভিন্ন প্রকার জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অঞ্চলে আহলেহাদীছরা আপোসহীনভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন, 'জঙ্গী'দের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে ঐ সমস্ত স্থানগুলোতে বোমা হামলা করে নেওয়া হয়। বিশ্ববাসীকে দেখানো হয় যে, আহলেহাদীছরাই এ সমস্ত নাশকতামূলক কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক চক্রের কাছে আহলেহাদীছদেরকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করে ওয়াহাবীদের মত একেবারে নির্মূল করা। এভাবে ইহুদী-খ্রীষ্টান প্রভুদের নিকট আহলেহাদীছদেরকে 'ওয়াহাবী' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হয়।

তারপর দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের যোগসাজশে শুরু হয় বিভিন্ন কোর্টে মিথ্যা স্বীকারোক্তি নেওয়ার পালা। এই সময় কুচক্রীদের এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা মিডিয়ায় সিন্ডিকেটেড মিথ্যা রিপোর্ট করিয়ে সারা বিশ্বে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে 'চরমপন্থী' হিসাবে চিহ্নিত করার ন্যক্কারজনক চেষ্টা চালায়। একদিকে গভীর চক্রান্ত ও মিডিয়ার মিথ্যাচার, অন্যদিকে বিদেশী মোড়লদের ইশারা, সবমিলে ২২ ফেব্রুয়ারী '০৫ আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। মিথ্যা মামলা চাপানো হয় প্রায় ডজন খানেক। অতঃপর আরো বন্দী হন কেন্দ্র ও যেলা নেতৃবৃন্দ সহ প্রায় অর্ধশত নেতা-কর্মী। এছাড়া কেন্দ্র সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, আলেম-ওলামা এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে জঙ্গী বলে থানায় তালিকা দিয়ে ও পেপারিং করে পুলিশ ও র‍্যাব দ্বারা গ্রেফতারী পরোওয়ানা জারি করা হয়। এই সময় ভীতবিহ্বল হয়ে অনেকে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের রচিত বই-পুস্তক পুড়িয়ে বা পানিতে ফেলে দেয়।

প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ করে দিয়ে হুমকির মুখে ফেলা হয়। চার শতাধিক ইয়াতীমের খাদ্য বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে পথে নামানো হয়। ইয়াতীমদের পরিচালনা করছিল কুয়েত ভিত্তিক ইসলামী সংস্থা 'রিভাইভ্যাল

অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি'। এই সংস্থাটি বিশেষতঃ আহলেহাদীছ সমাজে মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, দাঈ, ইমাম নিয়োগ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছিল। আহলেহাদীছ সমাজের এই উন্নতি বরদাশ্ত করতে না পেরে সেটি বন্ধের ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত আছে।[৩]

এছাড়া প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ৬ মে '০৫ শুক্রবার ঢাকার পল্টন ময়দানে মহাসম্মেলন করার অনুমতি দেয়ার পর মাত্র একদিন আগে আকস্মাৎ মাঠ বরাদ্দ বাতিল করে লক্ষাধিক জনতার সম্মেলন পণ্ড করা হয়। ফলে নষ্ট হয় প্রচুর অর্থ-সম্পদ। পাবনা টাউন হলে ২২ জানুয়ারী '০৬ সমাবেশ করার অনুমতি দেয়ার পর শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে 'উপরের নির্দেশ' বলে নিষিদ্ধ করা হয়। রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে ১৪ই এপ্রিল এবং ২রা মে বগুড়া গাবতলীর সমাবেশও বন্ধ করা হয়। নওগাঁ যেলার সাপাহারে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত হ'লে একইভাবে বন্ধ করা হয়। সম্প্রতি ঢাকার পল্টন ময়দানে ২রা জুন '০৬ জাতীয় মহাসম্মেলন করার জন্য দুই মাস পূর্বে দরখাস্ত করে অনুমতি সাপেক্ষে সকল প্রকার প্রস্তুতি নেয়া হ'লেও কথিত ইসলামী রাজনীতির ব্যাজ ধারীরা সমাবেশ বন্ধ করার জন্য ৩রা জুন সম্মেলন করার তারিখ ঘোষণা করে এবং আহলেহাদীছদের সম্মেলন হবে না বলে সারা দেশে প্রচার করে। এমনকি অনেক পূর্ব থেকেই তারা প্যাণ্ডেল দখল করে। তাই সেই মহাসম্মেলন পল্টন ময়দানের পরিবর্তে মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে আরো বিভিন্ন সম্মেলন, সমাবেশ, ইসলামী জালসা বন্ধ করে সারা দেশে আহলেহাদীছদের দাওয়াতী কার্যক্রমকে স্তব্ধ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান হয়।

ষড়যন্ত্রের নতুন মাত্রা :

আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে ধূলিস্যাৎ করার জন্য চির জাগরিত তাওহীদী রেনেসাঁকে আকস্মাৎ শিরকের শিখণ্ডী বিজাতীয় মতবাদের ডাস্টবিনে নিক্ষেপের প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিশ্ববিজয়ী মুহাম্মাদী আদর্শকে কলঙ্কিত করাই ছিল এই নতুন মাত্রার উদ্দেশ্য। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে জেলখানার অন্ধ কুটিরে

৩. কিছুদিন পরেই সরকারী নির্দেশে বন্ধ করে দেয়া হয়।

আবদ্ধ রেখে তাঁর জীবদ্দশাতেই তাকে কলঙ্কিত করা ও দীর্ঘ দিনের অতি কষ্টে অর্জিত ফসলকে বিনষ্ট করার জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের আপোসহীন নীতির কারণে উক্ত কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ২০০৮ সালের ২৮ আগস্ট আমীরে জামা'আত কারামুক্ত হলে তাকে কঠিন চাপের মুখে ফেলা হয় নতুন করে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠচিত্ত নীতিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে কোন লাভ হয়নি। যদিওবা অতি উৎসাহী আবেগপ্রবণ কিছু কর্মী দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধি ও লৌকিকতার কারণে বিভ্রান্ত হয়। ফলে ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়ার উপর দিয়ে বইয়ে যায় অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা। বিশেষ করে ৭ এপ্রিলের পর থেকে। ঐ বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর ২৫ শে রামাযান কখনো ভুলার নয়। অতঃপর সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গায়েবী মদদ নেমে আসে। তিনি দান করেন নযীর বিহীন নিরাপত্তা। ফালিল্লা-হিল হামদ।

জানা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন আল্লাহ্‌র খাছ মদদে পরিচালিত হয়। এই ধারা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যুগ থেকে চালু হয়েছে চলবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইন্‌শাআল্লাহ। প্রতারণা করে এই আন্দোলনের গতি কখনই স্তব্ধ করা যাবে না। ১৯৭৮ সালে যখন যুব সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তার পাঁচটি মূলনীতির দ্বিতীয় মূলনীতিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, **'তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন'**। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাক্বলীদ অর্থ- শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারো কোন কথা চোখ বুজে মেনে নেওয়া। তাক্বলীদ দুই প্রকার- জাতীয় তাক্বলীদ ও বিজাতীয় তাক্বলীদ। জাতীয় তাক্বলীদ বলতে- ধর্মের নামে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার অন্ধ অনুসরণ বুঝায়। বিজাতীয় তাক্বলীদ বলতে- বৈষয়িক ব্যাপারের নামে সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি বিজাতীয় মতবাদের অন্ধ অনুসরণ বুঝায়। আমরা এই উভয় প্রকার তাক্বলীদের অপনোদন কামনা করি।

মৌলিক শ্লোগান হিসাবে বলা হয়েছে, 'আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ'।

এছাড়াও উনিশ শতকে বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদের আবির্ভাব হলে অনেকেই তার সাথে আপোস করে। কিন্তু আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ঐ সমস্ত

জাহেলী মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ নিছার আলী তিতুমীর, মাওলানা এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী, আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আল্লামা নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, সৈয়দ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী, শেরে পাঞ্জাব, ফাতেহে কাদিয়ান ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিদ্বান তাদের অন্যতম।

অথচ সেই বিধর্মীয় বস্তাপচা মতবাদ ও দর্শনের নর্দমায় আহলেহাদীছদের ডুবানোর স্থূল চক্রান্ত চলে। আল্লাহ তা'আলা উক্ত মর্মান্তিক পরিণতির হাত থেকে মুক্তি দান করেছেন। এ জন্য আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া জানাই আল-হামদুলিল্লাহ।

চেতনা ফিরবে আর কত দিনে!!

আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ঐ গোষ্ঠীর ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? দুর্ভাগ্য যে, আহলেহাদীছ সন্তানদের মস্তিষ্ক এমনভাবে ধোলাই করা হয়েছে যে, তাদেরকে সার্বিক দিক থেকে পঙ্গু করা হ'লেও তারা এখনো বুঝতে সক্ষম নয়। চক্রান্তের শিকড় যে কত গভীরে প্রোথিত তা অনুমান করা খুবই দুঃসাধ্য। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে আহলেহাদীছ সন্তানদের দ্বারাই তাদের আদর্শ-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, চেতনা, বৈশিষ্ট্য, মেধা, মনন; তাদের অর্থ-সম্পদ, প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা সবকিছুই বিকল করা হচ্ছে। তাদের এ পরিকল্পনার কাছে খ্রীষ্টান লর্ড মেকলের পরিকল্পনাও যেন ব্যর্থ। যেমনভাবে ইংরেজরা উপমহাদেশে জন্ম নেয়া একশ্রেণীর মানুষের মস্তিষ্ক ধোলাই করে তাদের দ্বারা ভারতবর্ষের মানুষের উপর নির্যাতন করেছিল। অনুরূপভাবে আহলেহাদীছ সন্তানদের মেধাকে হরণ করা হয়েছে। ফলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'ই প্রাচীনতম নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন এবং মানব মুক্তির একমাত্র অভ্রান্ত আন্দোলন তা তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। ইসলামের নামে সৃষ্ট অসংখ্য দলের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে কোনরূপ তুলনা চলে না তাও তারা ভুলে গেছে। এমনকি পার্থক্য করার অনুভূতিটুকুও নেই। বরং ধূর্তদের খপ্পরে পড়ে বিভিন্ন দিবস, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, বিদ'আতী অনুষ্ঠান, শিরকী কর্মকাণ্ড ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ অর্থ অপচয় করছে। তারা যে আক্বীদা-আমল সবই হারিয়েছে তা বেমালুম ভুলে

গেছে। আর এ কারণেই তাদের সামনে 'আহলেহাদীছরা মিথ্যুক', 'ইহুদীদের ক্রীড়নক' ইত্যাদি বলে উন্মুক্ত সমাবেশে সমগ্র আহলেহাদীছকে গালি দিলেও তাদের মধ্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না; বরং তারা তাদের সাথে গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন, সমাবেশে হাযির হচ্ছেন এবং গর্বের সাথে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন।

আদর্শিক চেতনা বিলুপ্ত হওয়ার কারণেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের অমর নায়ক মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ)-এর রেখে যাওয়া 'জমঈয়তে আহলে হাদীস' আজ নামমাত্র সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তিনি যে আমানত রেখে বিদায় নিয়েছেন তা আজ বিধ্বস্ত। তাঁর রচিত ৩০-এর অধিক গ্রন্থ আজ উই পোকার খোরাক। বিশেষ করে তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা 'সূরায়ে ফাতেহার তাফসীর' আজও মানুষের মুখ দেখেনি। মাত্র কয়েকটি বই বাজারে চালু থাকলেও তা খুবই কম। অথচ 'জমঈয়তের' নিজস্ব প্রেস আছে কিন্তু প্রকাশনার উন্নতি হয়নি। প্রচুর অর্থ-সম্পদ আছে কিন্তু গতিশীল সাংগঠনিক কার্যক্রম নেই। এভাবে একদিকে জমঈয়তে আহলে হাদীসকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ডঃ গালিবের সক্রিয় সংগঠনের উপর চালানো হচ্ছে লোমহর্ষক নির্যাতন। আর চিরন্তন শত্রুরা স্বার্থ ভোগ করছে। কারণ যখন বিভিন্ন এলাকায় বৈঠক, খুৎবা, সভা, সম্মেলন করতে যাওয়া হয়, তখন মাথা বিকৃত ঐ কথিত আহলেহাদীছরা গর্বের সাথে বলে, আমরা জমঈয়ত করি, আমরা কাফী ছাহেবের সংগঠন করি এখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবেন না ইত্যাদি। এ সময় বেদনায় অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। প্রকৃত কথা হ'ল, ঐ দাবীদাররা জমঈয়তের নামটুকুও জানে না, বর্তমানে কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাও জানে না, কোনদিন সাংগঠনিক বৈঠক করে না, সামান্যতম সহযোগিতা করে না, কোন কনফারেন্সেও যোগদান করে না, পত্রিকা পড়ে না, ওশর-যাকাত, ফিৎরা দিয়ে সংগঠনকে সহযোগিতা করে না, কোনপ্রকার খবরও রাখে না। কারণ তারা জড়িত অন্য দলের সাথে, যেখানে তারা সময়, শ্রম, অর্থ-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে। এরাই হ'ল মাথা বিকৃত কথিত আহলেহাদীছ, ভ্রান্ত ইসলামী দলের ক্রীড়নক। এ কী সাংঘাতিক পরিকল্পনা!! এভাবেই আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাংলার যমীন থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে!

ফিরে আসুন আপন মনযিলে!

নেতৃত্ব পূজারী নামধারী কতিপয় আহলেহাদীছ ব্যক্তি, যারা আদি সংগঠনের নাম ভাঙ্গিয়ে অন্য দলের গোলামীতে ব্যস্ত, তারা জানে না যে তথাকথিত সেই ইসলামী দল সম্পর্কে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ) কী মন্তব্য করেছেন।

আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ)-এর মন্তব্য :

১৯৫৭ সালে গাইবান্ধার জনৈক মৌলভী ছাহেব পত্র দিয়ে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ)-কে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার আহ্বান জানান। ফলে 'জামাতে ইছলামী'তে আমার যোগদান অসম্ভব কেন? শিরোনামে তিনি মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীসে' সেই পত্রের জওয়াব দেন। এছাড়া তার পূর্বে 'ইছলামী জামাত বনাম আহলে হাদীছ আন্দোলন' শিরোনামে একটি লেখায় তিনি উক্ত দলের কঠোর সমালোচনা করেন।[৪] নিম্নে তাঁর লেখা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হ'ল :

(ক) 'মওদুদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার এবং তাঁহার দলের মিলন কেন্দ্র হইতে পারে কিন্তু মুছলিম জাতির জন্য নয়। 'জামাতে ইসলামী'তে সকল দলের মিলিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক (মিথ্যা)। ...আহলে হাদীছ আন্দোলন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত'।[৫]

(খ) 'আহলে হাদীছের কর্তব্য কি, তাহাই বা মওদুদী ছাহেব জানিলেন কিরূপে? তিনি আহলে হাদীছ আন্দোলনকে যদি সঠিক ও সত্য জানিতেন তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আহলেহাদীছ দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদের আন্দোলনকে জোরদার করিতে চেষ্টিত হইতেন না কি? এই আন্দোলনে তাহার আস্থা নাই বলিয়াই কি তিনি একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন শুরু করেন নাই। যে ব্যক্তি আহলেহাদীছ মতবাদকে (আদর্শ) বিশ্বাস করেন না, তাঁহার নেতৃত্ব

---

৪. দ্রঃ তর্জুমানুল হাদীস, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭, ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৪৩-১৪৮ এবং শ্রাবণ ১৩৬২, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪১-৪৫।

৫. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল–কোরায়শী, একটি পত্রের জওয়াব, প্রকাশকঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ১৯৯৩ ইং, পৃঃ ১২।

কোন ঈমানদার ও হায়া সম্পন্ন আহলে হাদীছের পক্ষে স্বীকার করা ও তাঁহার আন্দোলনে যোগ দেওয়া কি সম্ভবপর'?[৬]

(গ) তিনি আরো বলেন, 'আমার পক্ষে এবং কোন আহলেহাদীছের পক্ষে এ আমন্ত্রণ স্বীকার করার উপায় নাই'।[৭]

(ঘ) সবশেষে তিনি বলেন, 'অতএব কোন আহলেহাদীছের পক্ষে ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আহলেহাদীছ জামা'আত পরিত্যাগ করা এবং অন্য জামাতে ভর্তি হওয়া অবৈধ ও অন্যায়'।[৮]

মাওলানা মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (রহঃ)-এর বক্তব্য :

'জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর আমৃত্যু কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (রহঃ) উক্ত ইসলামী দলকে ইসলাম বহির্ভূত শী'আ ফের্কার উপদল 'যায়দিয়ার' সাথে তুলনা করে বলেন, 'যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করা, কেতাব ও সুন্নাহ মুতাবেক শাসন পদ্ধতি চালু করার কথা প্রকাশ করেন তারাও সহীহায়েনের (বুখারী ও মুসলিম) হাদীস মুতাবেক আমল করতে আগ্রহী নন এবং তাদের মাযহাবের বিপরীত সহীহায়েনের বহু হাদীসকে তারা মানসূখ বলে অথবা ওগুলোর ভিন্নার্থ করে। এদের হাতে কোনদিন শাসন ক্ষমতা এলে, এরাও শিয়া যায়দিয়াদের ন্যায় বোখারী ও মুসলিমের হাদীস মুতাবেক আমল করায় বাধা দিবে-এ আশংকা মুক্ত নয়'।[৯] অন্যত্র তিনি এ দলটিকে ইসলাম বহির্ভূত ফের্কা 'খারেজী'র সাথে তুলনা করেছেন।[১০]

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বলেই এখানে কেবল মাওলানা কাফী ও আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (রহঃ)-এর মাত্র কয়েকটি উক্তি পেশ করা হ'ল। মূলতঃ এই নব্য মতবাদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের আহলেহাদীছ মনীষীগণ এবং হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণও কঠোর সমালোচনা করেছেন।

---

৬. ঐ, পৃঃ ১০।
৭. ঐ, পৃঃ ১৪।
৮. ঐ, পৃঃ ১৪।
৯. ঐ, ধর্ম ও রাজনীতি (ছাপাঃ মার্চ ১৯৮৯), পৃঃ ১০।
১০. ঐ, পৃঃ ১৪।

উক্ত বক্তব্য ছাড়াও 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর গঠনতন্ত্রের ৮নং ধারায় 'মুহাম্মদী জামাতে প্রবেশ ও আহলে হাদীস আন্দোলনে যোগদান করার যোগ্যতা' শিরোনাম দিয়ে (গ) দফায় বলা হয়েছে, 'যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আক্বীদা, আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও নেতৃত্ব আহলে হাদীস আন্দোলন হইতে ভিন্ন তাহার কোন সদস্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না'।[১১] লক্ষ্য করুন! এখানে কতটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব 'জমঈয়তে আহলে হাদীস' বা মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ)-এর নাম ভাঙ্গিয়ে অপপ্রচারের কোন সুযোগ নেই। যারা এধরনের মিথ্যা প্রচারণা চালায় তারা আত্মপ্রবঞ্চক, আহলেহাদীছদের সম্মুখ শত্রু বৈ-কি। কারণ আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। এটাই রাজনৈতিক আন্দোলন। এখান থেকে ছিটকে পড়ে অন্য কথিত ইসলামী দলে গিয়ে কেউ আহলেহাদীছ পরিচয় দিতে পারে না। এটা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী, স্বয়ং জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতার বক্তব্যের বিরোধী, জমঈয়তের মূলনীতি ও গঠনতন্ত্রের বিরোধী। তাই এমন দ্বিমুখী কোন স্বেচ্ছাচারীর পক্ষে আহলেহাদীছ বলে পরিচয় দেওয়া মহা অন্যায়। যারা আজও এ প্রবঞ্চনার সমুদ্রে ডুবে আছে, আমরা তাদেরকে আত্মসচেতন হওয়ার আহ্বান জানাই।

এক্ষণে যারা ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী বিভিন্ন দলে শামিল হয়ে নিজেকে আহলেহাদীছ বলে দাবী করছে, তাদের সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য হ'ল- ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় জীবনে যিনি কেবল অহি-র বিধানের অনুসরণ করবেন তিনিই আহলেহাদীছ বলে গণ্য হবেন। দ্বিমুখী জীবনের জন্য পরকাল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তবে কি তোমারা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে আর কিছু অংশের সঙ্গে কুফরী করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের একমাত্র প্রতিফল হ'ল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং ক্বিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু সম্পাদন করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ অমনোযোগী নন। ঐ

---

১১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসঃ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র (৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১, তৃতীয় সংস্করণঃ ১৯৮০ ইং), পৃঃ ৭।

সমস্ত লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। এজন্যই তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৮৫-৮৬)*।

অতএব ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত যেমন হুবহু কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আদায় করতে হবে, তেমনি সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই ঐ কুরআন-সুন্নাহ্র মূলনীতি অনুযায়ী হ'তে হবে। কারণ উক্ত ইবাদতগুলো যেমন শরী'আতে রয়েছে তেমনি বৈষয়িক বিষয়গুলো সম্পর্কেও শরী'আতে নির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও খলীফাগণ তা অতি সুন্দরভাবে দেখিয়ে গেছেন। তাই জীবনের একাংশে রাসূলের আদর্শ আর অন্য অংশে ইহুদী-খ্রীস্টান কাফেরদের আদর্শ মেনে চলা একজন মুসলিমের রীতি নয়; বরং উভয় ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে কেবলমাত্র মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ মেনে চলতে হবে। এটাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের চিরন্তন নীতি। যেমন মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ) 'আহলে হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য' নামক পুস্তিকায় বলেন,

'আহলে হাদীসগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপকরূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং মনুষ্য শ্রেণীর মধ্য হইতে শুধু তদীয় রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। যাঁহারা উল্লিখিত নীতি সমূহ মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে আহলে হাদীসরূপে গণ্য করা যেরূপ অন্যায়, তাঁহাদের আহলে হাদীস হইবার দাবীও তদ্রুপ অর্থহীন'।[12]

জমঈয়তের গঠনতন্ত্রের ৮নং ধারার (ঘ) দফায় এই জঘন্য অভ্যাসকে নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে, 'যে সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর বিশ্বজনীন নেতৃত্বে, কুরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌমত্বে এবং মুসলিম মিল্লাতের স্বাতন্ত্র্যে আস্থাসম্পন্ন নয়, সে সকল প্রতিষ্ঠানে মুহাম্মদী জামা'আত-এর কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না'।[13]

---

১২. ঐ, পৃঃ ৩-৪; আহলেহাদীছ পরিচিতি (ছাপাঃ ১৯৯২), পৃঃ ১৫৪-৫৫।
১৩. ঐ, পৃঃ ৭।

এখানেও লক্ষণীয় হ'ল, উক্ত বক্তব্যে ও গঠনতন্ত্রের আলোচনায় কতটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এর চেয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আর কী হ'তে পারে! সংগঠনের মূলনীতি, গঠনতন্ত্র ও আদর্শ বিরোধী ব্যক্তি ঐ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করতে পারে কি? নাকি সে এই সংগঠনের সদস্য হ'তে পারে?

অতএব বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা আহলেহাদীছ আন্দোলনের চিরন্তন নীতির কোন পরিবর্তন নেই। যুগে যুগে মহান সংস্কারকগণ এই অভ্রান্ত নীতির দিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। ঠিক তেমনি এদেশে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ)ও সেদিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবও সেই নীতিরই একজন সুযোগ্য আহ্বায়ক।

এক্ষণে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে, জমঈয়তে আহলে হাদীসের অনুমতি ও সমর্থন নিয়ে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কেন ডঃ গালিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হ'ল? কেন আব্দুল মতীন সালাফীর মত একজন বরেণ্য আলেমকে এদেশ থেকে বের করে দেয়া হ'ল? কেন ১৯৮৯ সালের ২১ জুলাই যুবসংঘের সাথে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করা হ'ল? এর উত্তর একটাই, আহলেহাদীছদের সংগ্রামী চেতনা এবং বলিষ্ঠ ঐক্য বিনষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্রই ছিল এর মূল কারণ। নইলে জমঈয়তের গঠনতন্ত্রের আপোসহীন নীতিকে বাস্তবায়ন করা হ'লে আজ যেমন শত্রুরা সুযোগ গ্রহণ করতে পারত না, তেমনি তাদের এজেন্টরাও আহলেহাদীছ সমাজে ঠাঁই পেত না।

বস্তুতঃ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গঠনতন্ত্রের সেই আপোসহীন নীতিকে বাস্তবায়ন করাই ছিল প্রফেসর গালিবের একমাত্র অপরাধ (!)। আদর্শচ্যুত আহলেহাদীছ সন্তানদেরকে নিজেদের ঘরে ফিরিয়ে এনে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে গতিশীল করাই ছিল তাঁর অন্যায় (!)। কথিত ইসলামী রাজনীতি আর পাশ্চাত্যের জাহেলী মতবাদে জড়িয়ে পড়া মুসলিম সন্তানদের সাক্ষাৎ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর মস্তবড় ভুল (!)।

মিথ্যা প্রচারণার জবাব:

প্রথমতঃ ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নকদের মাঝে প্রচার আছে যে, ডঃ গালিব আহলেহাদীছের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন। যদিও ঐ প্রচারকরা বিভিন্ন আদর্শিক দলের সাথে জড়িত। উক্ত মন্ত্র ছড়িয়ে আহলেহাদীছ সমাজকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। অথচ এটা নিকৃষ্ট মিথ্যাচার। গভীর চক্রান্তও বটে। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল- ডঃ গালিবের জাগরণ সৃষ্টিকারী আন্দোলনের ছোঁয়া পেয়ে যেন আহলেহাদীছগণ পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হ'তে না পারে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল: 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করে যাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল তারা কিভাবে ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করলেন? এরপরও ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'যুবসংঘ' অসংখ্যবার চেষ্টা চালালেও সেই ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়নি। ডঃ গালিব সেই দিনই মুরব্বী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, যেমনটি 'জমঈয়ত' যুবসংঘের সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণার কিছুদিন পরেই ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর নতুন করে 'জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ' নামে তার যুব শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তিনি এমনটি না করে বরং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ঐক্যের প্রচেষ্টা করে গেছেন সুদীর্ঘ সোয়া পাঁচ বছর যাবৎ। এক্ষণে কাদের ভূমিকায় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তা নির্ণয় করবেন সুবিবেচক মহল।

দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত কারণে দীর্ঘদিন পর ১৯৯৪ সালে ডঃ গালিব পৃথকভাবে মুরব্বি সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করে যদি অপরাধী হয়ে থাকেন তাহ'লে বিগত ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে হয়। প্রখ্যাত আলেম আপোসহীন সংস্কারক মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব দেহলভী কর্তৃক ১৮৯৫ সালে ভারতে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সংগঠন থাকার পরও ১৯০৬ সালের ২২ ডিসেম্বর খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, আব্দুল আযীয রহীমাবাদী, শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ছানাউল্লাহ অমৃতসরী প্রমুখ কর্তৃক 'অল-ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ১৯১৪ সালে মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ, আবদুল লতীফ প্রমুখ কর্তৃক 'আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ বাঙ্গালা ও আসাম' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সমস্ত সংগঠন থাকা সত্ত্বেও মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) ১৯৪৬ সালে ২০ এপ্রিল 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয়

উপরিউক্ত দুই সংগঠনের সদর দফতর ছিল কলিকাতা ১নং মারকুইস লেন, মিছরীগঞ্জ মসজিদে। তাহ'লে একটি সংগঠন থাকা সত্ত্বেও আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা কি সকলেই অপরাধ করেছেন? মূলতঃ তাঁদেরকে যে কারণে নতুন সংগঠন করতে হয়েছিল, ডঃ গালিবও ঠিক একই কারণে পরিস্থিতির দাবীতে তা করতে বাধ্য হয়েছেন। আহলেহাদীছদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণেই আজ উক্ত প্রশ্নগুলো বারবার তোলা হয়।

তৃতীয়তঃ ঐক্যের বিষয়। আহলেহাদীছদের বৃহত্তর স্বার্থে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' উক্ত সম্পর্কহীনতার পর থেকে যেমন দীর্ঘ দিন যাবৎ বারংবার ঐক্যের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তেমনি মুরব্বি সংগঠন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেও ২০০৩ সাল পর্যন্ত একাধিকবার ঐক্যের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু কোনই ফল হয়নি। তবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের চিরন্তন নীতিকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে ঐক্যের জন্য এখনো এ সংগঠন উদারপ্রাণ।

চতুর্থতঃ প্রফেসর গালিবের গ্রেফতার প্রসঙ্গ। স্বার্থদুষ্ট চক্র বলে থাকে এটা নাকি তাঁর সংগঠনে ফাটল সৃষ্টির ফল। নির্বোধ আর কাকে বলে! তাহ'লে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) ১৯২৭ সালে টানা এক বছর ও ১৯৩১ সালে ছয়মাস দীর্ঘ দেড় বছর কোন্ কারণে কারা নির্যাতন ভোগ করলেন? আব্দুল্লাহ বিন ফযল (রহঃ) কেন দীর্ঘদিন জেলখানায় কাটালেন? এছাড়াও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনু তায়মিয়াহ, সৈয়দ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী, আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) প্রমুখ হাযার হাযার মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম কেন জেল-যুলুমের শিকার হ'লেন? এভাবে যুগে যুগে অসংখ্য ওলামায়ে কেরামকে জেল-যুলুম ও বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদতের পিয়ালা পান করতে হয়েছে। এটা তো নবী-রাসূলগণের প্রজ্জ্বলিত সুন্নাত। আপোসহীন সংস্কারক ও হক্বপন্থী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের গৌরবময় পরীক্ষা, অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব ও ঐতিহাসিক সম্মান। নীতিহীন, দ্বিমুখী স্বার্থপর ও আপোসকামীদের ভাগ্যে কখনো এই গৌরব জুটে না।

পঞ্চমতঃ কতিপয় লোক যখন আর কোন ইস্যু পায় না তখন বলে থাকে, আহলেহাদীছদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, ইক্বামতে দ্বীনের কোন কার্যক্রম নেই, তারা কেবল মাসআলা-মাসায়েল নিয়েই ব্যস্ত

থাকে। কেউ বলে, দেশে অন্য কোন ইসলামী রাজনৈতিক দল না থাকায় আমরা উক্ত ইসলামী দলের সাথে জড়িত ইত্যাদি। আমরা মনে করি, এটা কথিত ইসলামী রাজনীতির নামে আহলেহাদীছদেরকে ভ্রান্ত দলে ভিড়ানোর কৌশল মাত্র। কারণ তারা তো কেবল নোংরা 'গণতন্ত্রে'র ভোটাভুটিকেই রাজনীতি মনে করেন। মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধন এবং সমাজ সংস্কারকে তারা অতি তুচ্ছ মনে করে। ১৯৪১ সাল থেকে এযাবৎ রাজনীতি করে তারা ইসলামের কতটুকু উপকার করতে পেরেছে? বরং ইসলামী রাজনীতির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে খোদ ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছদের রাজনৈতিক দর্শন যেমন অতুলনীয়, তেমনি রাজনৈতিক ইতিহাসও সমুজ্জ্বল। তাই ঐ সব লোকদেরকে আমরা মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) এবং ডঃ গালিবের লিখিত বইসমূহ পড়ার অনুরোধ জানাই।

এছাড়াও একশ্রেণীর জ্ঞানপাপী দল ছুটের ফৎওয়া, আপোস পত্রের মিথ্যা ঝনঝনানি, সংঘ শব্দের প্রতি আপত্তি, সংগঠনকে অস্বীকৃতি দান, আর্থিক অভিযোগ ইত্যাদি ঐতিহাসিক মিথ্যাচার নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকেন। তারা জাতিকে কিছু দিতে না পারলেও কুৎসা, হিংসা, মিথ্যা, শঠতা ও অপকৌশলের বেশাতি দিতে পেরেছেন। তারা 'হাবলুল্লাহকে' আঁকড়ে না ধরে 'হাবলুন নাস' ধরে ঐক্যের শ্লোগান দিচ্ছেন। আসলে তারা আত্মার রোগী। তাদের হৃদয়ে শিরকী দর্শন ও কথিত ইসলামী রাজনীতির বিদ'আতী বীজ রোপন করা আছে। আহলেহাদীছ সমাজের তাজা প্রাণকে হত্যা করে এ সমস্ত কূটচালের বর্ণনা আসলেই দুঃখজনক। মনে রাখা আবশ্যক যে, আমি যা করি, যে উদ্দেশ্যেই করি, যে কৌশলেই করি সবই আল্লাহ জানেন। আমি জাতির জন্য কী করলাম, সমাজ আমার নিকট থেকে কী পেল, আল্লাহ্‌র দরবারে তা কবুল হল কি-না তা আত্মসমালোচনার খুবই দরকার। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!!

সবিশেষ আহ্বানঃ

অতএব আসুন! ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বধাগ্রস্ত না করে তাকে শক্তিশালী করি। নিজেদের সময়, শ্রম, অর্থ-সম্পদসহ সার্বিক ত্যাগ এ পথেই ব্যয় করি। আর অপরের দাসত্ব নয় নিজেদের নেতৃত্বে ফিরে আসি। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এই অভ্রান্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াই। কুরআন-সুন্নাহ্‌র একমাত্র প্রহরী

হিসাবে সর্বস্ব দিয়ে তাকে সংরক্ষণ করি। এই অভ্রান্ত আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি যেন কেউ ধ্বংস না করতে পারে সেজন্য আল্লাহ্র ওয়াস্তে সর্বদা অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা পালন করি।

আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কেউ কোনদিন সফল হয়নি; বরং তারাই খারেজী, শী'আসহ প্রভৃতি ভ্রান্ত দলের ফেৎনাকে অবদমিত করেছে; জাল-যঈফ হাদীছ, রায়-ক্বিয়াস ও বিভিন্ন ভ্রান্ত দর্শনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ চিত্তে আপোসহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিশ্বকে প্রকম্পিত করেছে; দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন করে বিজয়ী নিশান ছিনিয়ে এনেছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্যাদাকে সমুন্নত করতেই আহলেহাদীছরা যুগে যুগে জেল-যুলুম, ফাঁসি ও শাহাদাতের ত্যাগ স্বীকার করেছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই দায়িত্ব তাদের উপরই অর্পিত। আর এটা কেবল তাদের জন্যই শোভা পায়। কারণ তারা 'আহলুল হাদীছ'। তাদের এই রক্ষণশীল কৃতিত্ব অনুভব করেই ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) (২০২-২৭৫ হিঃ) কালজয়ী মন্তব্য করেছেন যে, 'আহলেহাদীছগণ যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[১৪] অনুরূপভাবে ইমাম খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) বলেন, 'বিশ্বপ্রভু সাহায্যপ্রাপ্ত এই কাফেলাকে (আহলেহাদীছ) দ্বীনের পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। ...যত দুষ্কৃতকারী শরী'আতে অনুপস্থিত এমন বিষয় যখনই তাতে মিশ্রিত করতে চেয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা 'আহলেহাদীছদের' দ্বারাই তাকে প্রতিহত করেছেন। মূলতঃ তারাই শরী'আতের রুকন সমূহের সংরক্ষণকারী এবং তার কর্তৃত্ব ও মর্যাদার তত্ত্বাবধানকারী। ...তাঁরাই আল্লাহ্র সেনাবাহিনী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সেনাবাহিনীই সফলকাম'।[১৫]

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

---

১৪. আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৯।

১৫. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৫।

ভ্রান্ত দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ আছে কি?

‘হুযায়ফা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করত আর আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে- এই ভয়ে যে, তা যেন আমাকে পেয়ে না বসে। তাই আমি একদা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের মধ্যে। অতঃপর আল্লাহ আমাদের জন্য এই কল্যাণ প্রদান করলেন। এ মঙ্গলের পরও কি আর কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম, ঐ অমঙ্গলের পরে কি আর কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তাতে কলুষতা আছে। আমি বললাম, কলুষতা আবার কী? তিনি বললেন, ‘তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে- যারা আমার প্রবর্তিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে, আমার প্রদর্শিত হেদায়াতের পথ ছেড়ে অন্যত্র হেদায়াত ও পথের দিশা খুঁজবে। তাদের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়টাই থাকবে। তখন আমি আরয করলাম, এ মঙ্গলের পর কি কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব হবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তাদের বর্ণ বা ধরণ হবে আমাদের মতো এবং তারা আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি আমরা সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তবে আপনি আমাদেরকে কী করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা মুসলিম জামা‘আত ও তার ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোন জামা‘আত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তাহ’লে তুমি সমস্ত (ভ্রান্ত) দল থেকে আলাদা থাকবে, যদিও তুমি একটি বৃক্ষমূল দাঁত দিয়ে আঁকড়ে থাক এবং এ অবস্থায়ই মৃত্যু তোমার সন্নিকটে পৌঁছে যায়’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৮৪; মিশকাত হা/৫৩৮২)।*

লেখকের অন্যান্য বইসমূহ

১. শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত
২. তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৩. ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর
৪. যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি
৫. আহলেহাদীছদের সংগ্রামী চেতনা
৬. গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন
৭. মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

"যে ব্যক্তি আহলে হাদীস মতবাদকে (আদর্শকে) বিশ্বাস করে না তাহার নেতৃত্ব কোন ঈমানদার ও হায়াসম্পন্ন আহলে হাদীসের পক্ষে স্বীকার করা ও তাহার আন্দোলনে যোগ দেওয়া কি সম্ভবপর?"

- আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)

গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে
আহলেহাদীছ আন্দোলন